কলিকাতা হাইকোর্টে

সাংবিধানিক রিট এক্তিয়ার, আপীল বিভাগ

মাননীয় বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য

২০২২ সালের ডব্লিউপিএ নং. ৩২৪১

মৌমিতা ঘোষ

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা লিমিটেড এবং অন্যান্য

আবেদনকারীদের জন্যঃ শ্রী কুশল চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সপ্তর্ষি কুমার মাল, শ্রী আসিফ সোহেল তরফদার

ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর জন্য: শ্রীজন নায়েক, শ্রীমতী ঋতুপর্ণা মৈত্র

১৯. ০৯. ২০২২ তারিখে শুনানি শেষ হয়েছে।

রায় এর তারিখঃ ২৭. ০৯. ২০২২

সব্যসাচী ভট্টাচার্য, বিচারপতি:

১. আবেদনকারী এবং তাঁর স্বামী মিন্টু ঘোষ একটি নিবন্ধিত দলিল দ্বারা ২০২১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর সৈয়দ মাসুদ আলীর কাছ থেকে একটি সম্পত্তি ক্রয় করেছিলেন

এরপরে, আবেদনকারী উক্ত প্রাঙ্গণে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করেছিলেন।প্রাথমিকভাবে ডাব্লুবিএসইডিসিএল এই বিষয়ে উদাসীন ছিল, যার জন্য আবেদনকারী একটি রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন।এই আদালতের নির্দেশে, ডাব্লুবিএসইডিসিএল আবেদনকারীর নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদনটি প্রক্রিয়াকরণ করে এবং ২৯ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের চিঠিতে আবেদনকারীকে জানানো হয় যে উক্ত সম্পত্তিতে সংযোগের জন্য মোট বকেয়া ৫৬, ৭৯, ৬৪৯/- টাকা অপরিশোধিত রয়েছে।

বকেয়া পরিশোধ করার জন্য, ডাব্লুবিএসইডিসিএল দ্বারা আবেদনকারীকে একটি নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার জন্য জোর দেওয়া হয়েছিল।

২. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হওয়া আইনজীবী দাবি করেছেন যে ডিস্ট্রিবিউশন লাইসেন্সধারী আবেদনকারী/ক্রেতা এবং পূর্ববর্তী মালিকের মধ্যে কোনও সম্পর্ক না থাকার ক্ষেত্রে, পূর্ববর্তী গ্রাহকের রেখে যাওয়া বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য জোর দেওয়ার ক্ষেত্রে এক্তিয়ার ছাড়াই কাজ করেছেন।

৩. আবেদনকারীর আইনজীবী মেসার্স শ্রী কৃষ্ণ পেপার মিলস এবং অন্য বনাম দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ২০০৯ এসসিসি

অন-লাইন কল ১৫৪৩-এ প্রদত্ত একটি সমন্বিত বেঞ্চের রায়ের উপর নির্ভর করেন।প্রাক্তন ডিফল্ট ভোক্তা এবং আবেদনকারীর মধ্যে কোনও যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়, বিদ্বান একক বিচারক রায় দিয়েছিলেন যে ক্রেতার কাছ থেকে বকেয়া আদায় করা যাবে না।

৪. ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর দাবির পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর আইনজীবী জানান, বর্তমান নিয়মকানুন অনুযায়ী, ডিস্ট্রিবিউশন লাইসেন্সধারী প্রাঙ্গনের পরবর্তী ক্রেতার কাছ থেকে বিক্রেতা/পূর্ববর্তী ভোক্তাদের রেখে যাওয়া সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধের উপর জোর দিতে তার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে।

৫. এই দাবির সমর্থনে, আইনজীবী পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ নিগম লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম ডিভিএস স্টিলস অ্যান্ড অ্যালোয়েস প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্যদের উদ্ধৃত করেছেন, যা (২০০৯) ১ এসসিসি ২১০ এ রিপোর্ট করা হয়েছে।আইনজীবী এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের উপর নির্ভর করে সহকারী ইঞ্জিনীয়ার এবং অন্য বনাম শ্রী নির্মল কুমার মন্ডল এবং অন্য, যা ২০১০ (২) সি এল যে (কোল)৪৫০ এ রিপোরট করা হয়েছে এবং ২০১০ সালের এম এ টি ১৭৮ -এ দেওয়া আরেকটি অপ্রতিবেদিত ডিভিশন বেঞ্চের রায়।

এই মামলাগুলিতে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, আদালত রায় দিয়েছিল যে পরবর্তী ক্রেতাকে সংযোগ দেওয়ার সময় বিদ্যুৎ সরবরাহের বকেয়া দাবি করা যেতে পারে।

৬. আইনজীবীর বক্তব্য বিবেচনা করে এবং নথিভুক্ত উপাদানগুলি পরীক্ষা করে দেখা হলে আবেদনকারী এবং তার স্ত্রী যে সম্পত্তি কিনেছিলেন, তার দলিল থেকে এটা স্পষ্ট হয়, যা রিট আবেদনের ১৬ পৃষ্ঠায় সংযুক্তি পি-১ হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে যে, বিদ্যুৎ মাশুল পরিশোধে ব্যর্থতার বিষয়ে হস্তান্তরের দলিলের চার কোণের মধ্যে কোনও প্রতিবন্ধকতা উল্লেখ করা হয়নি।

৭. বরং, উল্লিখিত নথিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ক্রেতাদের সমস্ত সম্পত্তি এবং বিক্রেতাদের দ্বারা সৃষ্ট দায়-দায়িত্বের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে বা কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তি আইনত বা ন্যায়সঙ্গতভাবে দাবি করছে।

৮. এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, যে কোন পরিস্থিতিতে বিদ্যুতের বকেয়া কোনও সম্পত্তির জন্য চার্জ গঠন করে না, যা পরবর্তী ক্রেতা বহন করবেন।পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ নিগম লিমিটেড এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে, প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ বিধির ৪. ৩ ধারা, উপ-ধারা (ছ) এবং (জ)-এর বৈধতা বহাল রেখেছে।

৯. উপ-ধারা (ছ)-এ বলা হয়েছে যে, যেখানে সম্পত্তি আইনগতভাবে উপ-বিভক্ত, সেখানে এই ধরনের ঘটনায় শক্তি ব্যবহারের জন্য বকেয়া, যদি থাকে, তা আনুপাতিক ভিত্তিতে ভাগ করা হবে।

১০. উপ-ধারা (জ)-এ শর্ত দেওয়া হয়েছে যে, এই ধরনের উপ-বিভক্ত প্রাঙ্গণে বকেয়া বকেয়া অংশ আবেদনকারী যথাযথভাবে পরিশোধ করার পরই কেবল এই ধরনের উপ-বিভক্ত প্রাঙ্গণে নতুন সংযোগ দেওয়া হবে।

১১. লাইসেন্সধারী কোন আবেদনকারীকে কেবল এই কারণে সংযোগ দিতে অস্বীকার করবেন না যে, ঐ বাড়ির অপর অংশের বকেয়া পরিশোধ করা হয়নি, অথবা লাইসেন্সধারী এই ধরনের

আবেদনকারীর কাছ থেকে অন্যান্য অংশের বকেয়া শেষ বার পরিশোধ করা বিলের দাবি করতে পারবেন না।

১২. উল্লিখিত তথ্য এবং পরিস্থিতি বর্তমান মামলা থেকে যথেষ্ট ভিন্ন।উপরিল্লিখিত ধারা, যা সর্বোচ্চ আদালত দ্বারা স্বীকৃত, সেটা হল, বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে যদি কোনও বিধিবদ্ধ নিয়ম মানা হয়, তা হলে বিতরণকারী এই ধরনের নিয়ম-কানুনের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য জোর দিতে পারেন।

১৩. আরও দেখা গেছে যে, বকেয়া মেটানো না হলে অথবা বকেয়া মেটানোর জন্য ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হলে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী বা সরবরাহকারীকে বকেয়া মেটানোর জন্য নতুন করে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার আগে বকেয়া মেটানোর জন্য জোর দেওয়ার কোনও অযৌক্তিক বিধান ছিল না।

স্পষ্টতই, বাড়িটির ক্রেতা/দখলদারদের কর্তব্য ছিল এই যে, বাড়িটি কেনার/দখল করার আগে কোনও বিদ্যুৎ বকেয়া ছিল না।সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছে যে ক্রেতারা বিক্রয় বা ইজারা দেওয়ার দলিলে উপযুক্ত ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন যাতে বিক্রয়/ইজারা দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত বিদ্যুতের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য বিক্রেতা/ইজারাদারকে দায়ী করা যায় এবং ক্ষতিপূরণের জন্য তাদের দায়বদ্ধ করা হয়।

১৪. আবেদনকারী এবং তার স্ত্রীর ক্রয় দলিলে ঠিক এই ধরনের একটি ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিক্রেতা বা বৈধ বা ন্যায়সঙ্গতভাবে এস্টেট থেকে দাবি করা যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগন কর্তৃক কৃত সমস্ত প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে ক্রেতাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য যে, এই রায়টি পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (ডব্লিউবিইআরসি) রেগুলেশন, যেটি বর্তমান মামলায় প্রযোজ্য, এই ক্ষেত্রে নজির হিসেবে প্রযোজ্য নয়।শ্রী নির্মল কুমার মন্ডল এবং অপর একজন এর মামলায় বিভাগীয় বেঞ্চের রায় এবং একটি অপ্রকাশিত বিভাগীয় বেঞ্চের রায়, যে দুটি ডাব্লুবিএসইডিসিএল-এর দ্বারা উল্লেখিত, ওই উভয় রায়েই পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিতরণকারী নিয়মের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য জোর দিতে পারে।

১৫. উপরন্তু, শ্রী নির্মল কুমার মন্ডল এবং অপর একজন এর (উপরোক্ত) মামলায়, রিট আবেদনকারীর প্রার্থনাটি আনুপাতিক ভিত্তিতে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিয়ে মঞ্জুর করা হয়েছিল যেখানে তিনি ডাব্লুবিএসইডিসিএল দ্বারা দাবি করা অর্থ প্রদানের জন্য সম্মত ছিলেন, তবে কেবল যুক্তি দিয়েছিলেন যে আরও তিনজন দখলদারও উক্ত বিদ্যুৎ উপভোগ করেছেন এবং তিনি ডাব্লুবিএসইডিসিএল-এর এক-চতুর্থাংশ বকেয়া দিতে সম্মত।

১৬. এমনকি, এই আদালতের অন্য বিভাগীয় বেঞ্চের অপ্রকাশিত রায়গুলিতেও একই ধারার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।উভয় ডিভিশন বেঞ্চই পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ নিগম লিমিটেড এবং অন্যান্য (উপরি) ডিভিশন বেঞ্চের উপর নির্ভর করে।

১৭. চলুন, বর্তমান মামলায় ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর দাবির সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নিয়মটি পরীক্ষা করে দেখি।৪৬ নম্বর রেগুলেশন অর্থাৎ ডব্লুবিইআরসি (গ্রাহক পরিষেবা সম্পর্কিত লাইসেন্সির পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ডস) রেগুলেশন, ২০১০-এর ১৩.৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে,

কোনও লাইসেন্সির কাছ থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নতুন সংযোগ পাওয়ার জন্য, একই লাইসেন্সির সরবরাহ অঞ্চলে অবস্থিত লাইসেন্সির নামে থাকা অন্য কোনও পরিষেবা সংযোগের ক্ষেত্রে একজন আগ্রহী গ্রাহককে সমস্ত বকেয়া প্রদান করতে হবে এবং তিনি/সে যদি প্রমাণিত হন যে তাদের বকেয়া বকেয়া পরিশোধের জন্য পূর্ববর্তী গ্রাহকসহ সম্পত্তির ক্রেতা সহ যারা উক্ত বকেয়া পরিশোধ না করে উপকৃত হয়েছে তাদের সাথে আনুপাতিক পদ্ধতিতে হিসাব করে বকেয়া প্রদানের জন্যও দায়ী থাকবেন।

১৮. বর্তমান মামলায়, ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর আইনজীবী রিট আবেদনকারী/ক্রেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করার চেষ্টা করেছেন।অভিযোগ করা হয়েছে যে, ক্রেতাদের বিদ্যুতের বকেয়া বাবদ প্রাক-ক্রয়-পূর্ব জ্ঞান ছিল এবং ক্রেতাদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ বকেয়া মেটানোর জন্য স্বল্প মূল্যে সম্পত্তি ক্রয় করা হয়েছিল।

১৯.যাইহোক, বিক্রয় দলিলের বিধান নিজেই আবেদনকারীর এই ধরনের বিরোধকে অস্বীকার করে।ডাব্লিউবিএসইডিসিএল এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে ক্রেতাদের প্রাক-ক্রয় জ্ঞান ছিল বা সম্পত্তি কেনার জন্য খুব কম অর্থ প্রদান করা হয়েছিল।

২০. এই চুক্তিতে ৪০ লক্ষ টাকার ক্রয় মূল্য দেখানো হয়েছিল।এই দলিলের সঙ্গে যুক্ত বিবেচনার মেমো-তে ক্রেতারা ঠিক কোন পদ্ধতিতে বিক্রেতার অনুকূলে এই পরিমাণ অর্থ বন্টন করেছেন, তার উল্লেখ ছিল।

২১. এই দলিলে স্পষ্টভাবে একটি ধারা রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে বিক্রেতা বা তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা তৈরি এস্টেট সম্পর্কিত সমস্ত দায়বদ্ধতার বিরুদ্ধে ক্রেতার ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য। সুতরাং, আবেদনকারী এবং বিক্রেতা/প্রাক্তন গ্রাহকদের মধ্যে বিদ্যুতের খেলাপির বিষয়টি সম্পর্কে কোনও যোগসূত্র থাকা প্রমাণিত হয়নি।

২২. উদ্ধৃত সমস্ত রায়ে, আদালত নিয়ম এবং পদ্ধতি অনুসরণ করার উপর জোর দিয়েছে।

ওই প্রস্তাবনা কে মেনে নিয়ে বলা যায় যে ডব্লিউবিইআরসি-র ২০১০-এর ৪৬ নম্বর বিধির ১৩. ৯ নম্বর ধারা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ডব্লুবিএসইডিসিএল এটা প্রমাণ করতে পারেনি যে পূর্ববর্তী গ্রাহক এবং ক্রেতার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল।ডাব্লুবিএসইডিসিএল-এর পক্ষ থেকে এটাও দেখাতে পারেনি যে, ক্রেতারা বকেয়া না মিটিয়ে লাভবান হয়েছেন।ক্রয়কারীরা শুধুমাত্র ক্রয়ের পরে সম্পত্তির দখলে আসে, এর আগে বিক্রেতার দ্বারা কথিত ডিফল্ট বকেয়া ছিল।উপরে আলোচনা করা হিসাবে বিক্রয় দলিলে ক্রেতাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।।অধিকন্তু, ক্রেতার খেলাপি বা ক্রেতার সঙ্গে যোগসাজশ থেকে কোনো সুবিধা পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

২৩. উপরন্তু, এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে পরবর্তী সময়ে রিট পিটিশনের ক্ষেত্রে দাখিল করা যুক্তিতে নতুন অভিযোগ দাখিল করা যাবে না।যদিও বার থেকে বেশ কয়েকটি অভিযোগ করা হয়েছে এবং ডাব্লুবিএসইডিসিএল-এর বিরোধিতা করে হলফনামায় তা উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে, তবে ২৯শে ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের দাবিপত্রটিতে এমন কোনও কারণ প্রকাশ করে নি।

২৪. তাই, WBSEDCL-কে নতুন সংযোগ দেওয়ার জন্য ক্রেতার কাছ থেকে বিক্রেতার অবশিষ্ট বকেয়া পরিশোধের জন্য জোর করার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

২৫. এই পরিস্থিতিতে, আবেদনকারীকে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার আগে সমস্ত বকেয়া অর্থ আগাম পরিশোধের জন্য আবেদনকারীর উপর জোর দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা ছিল না।

২৬. তাই, ২০২২ সালের ৩২৪১ নম্বর ডব্লিউপিএ মঞ্জুর করা হল।এবং আবেদনকারীর গৃহে ৫০০৩১৯১০১৮ নম্বর আবেদনের ভিত্তিতে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য অবিলম্বে ডব্লিউবিএসইডিসিএল-কে পুনরায় মূল্য উদ্‌ধৃতি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল।গত ২৯শে ডিসেম্বরের চিঠিতে দাবি করা ৫৬, ৭৯, ৬৪৯ টাকা বকেয়া থাকা সত্ত্বেও।এ ধরনের চিঠি, যা রিট আবেদনের ৫৪ পৃষ্ঠায় সংযুক্তি পি-৪ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, এতদ্দ্বারা বাতিল করা হল।

২৭. নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য প্রদেয় মাশুল পরিশোধ এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা, অবশ্যই, বিক্রেতা/প্রাক্তন ভোক্তার দ্বারা কথিত বকেয়া পরিশোধ ছাড়াই, ডব্লিউবিএসইডিসিএল যত দ্রুত সম্ভব, আবেদনকারীকে একটি নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করবে, এই ধরনের আনুষ্ঠানিকতা পূরণের তারিখ থেকে পক্ষকালের মধ্যে, পূর্ববর্তী ভোক্তার কাছ থেকে দাবি করা কোনও বকেয়া পরিশোধের উপর জোর না দিয়ে।

২৮. তবে, এটা স্পষ্ট যে, এই আদেশের কোন কিছুই ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর বকেয়া অর্থ আদায়ের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করবে না, যা ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর পক্ষ থেকে পূর্বতন ভোক্তা/বিক্রেতা সৈয়দ মাসুদ আলীর কাছ থেকে দাবি করা হয়েছে।

২৯. খরচের বিষয়ে কোন আদেশ হবে না.

৩০. আবেদন করা হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী মেনে প্রয়োজনীয় সার্টিফাইড কপি প্রদান করবে।

(সব্যসাচী ভট্টাচার্য, জে)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.